বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬

(২০১৬ সনের ৩৪ নং আইন)

Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 এর বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক নূতনভাবে আইন প্রণয়নকল্পে পণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক আদেশ দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় এবং সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No XXXIV of 1985) এর বিষয়বস্তু বিবেচনাপূর্বক রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে" অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উপরে নির্মিত ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের স্বতন্ত্র এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে;

(২) "কজওয়ে" অর্থ সেতু, টানেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সংশ্লিষ্ট নিচু বা জলাভূমি অথবা বালুরাশি অতিক্রম করিবার জন্য নির্মিত সড়ক;

(৩) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ;

(৪) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৫) "টানেল" অর্থ ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের টানেল;

(৬) "ধারা" অর্থ এই আইনের ধারা;

(৭) "নদীশাসন কার্যক্রম" অর্থ যে কোন সেতু বা টানেল বা অন্য কোন স্থাপনা রক্ষার জন্য গাইড বাঁধ, হার্ডপয়েন্ট, বেড়িবাঁধ, সংরক্ষিত নদীর পাড়, ভরাটকৃত এলাকা এবং অন্যান্য রক্ষামূলক কার্যসমূহ;

(৮) "নির্বাহী পরিচালক" অর্থ ধারা ১১ এ উল্লিখিত নির্বাহী পরিচালক;

(৯) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১০) "ফ্লাইওভার" অর্থ সেতু, টানেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সংশ্লিষ্ট দুই বা ততোধিক সড়কের সংযোগস্থলে একটি আরেকটির উপর দিয়া অতিক্রম করিবার জন্য নির্মিত সেতু;

(১১) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বোর্ড;

(১২) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৩) "রিং রোড" অর্থ সেতু, টানেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সংশ্লিষ্ট সড়ক;

(১৪) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য;

(১৫) "সরকারি সংস্থা" অর্থ সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর বা সংস্থা এবং তৎসহ আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ;

(১৬) "সংরক্ষিত এলাকা" অর্থ কর্তৃপক্ষের স্থাপনা সংলগ্ন এলাকা বা এলাকাসমূহ যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে নির্ধারিত;

(১৭) "সেতু" অর্থ ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) মিটার অথবা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের যে কোন সেতু এবং নিম্নবর্ণিত স্থাপনাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(অ) সেতু সংলগ্ন সংযোগ সড়ক এবং উক্ত সড়কের উপর সকল স্থাপনা;

(আ) সেতুর সংযোগ সড়কের ঢাল, বার্ম, বরোপিট ও পার্শ্ববর্তী নালাসমূহ এবং সেতুর জন্য কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত সেতু সংলগ্ন সকল জমি ও বাঁধ;

(ই) সেতু এলাকার অন্তর্ভুক্ত নদী, সাগর বা জলরাশিপূর্ণ এলাকায় বিদ্যমান সকল ঘাট, অবতরণ স্থল, জেটি, নালা ও সংরক্ষিত বাঁধ এবং সেতুর নিচের নদী, সাগর অথবা জলাধার; এবং

(ঈ) সেতুর উজান ও ভাটির উভয় দিকে গাইড বাঁধসহ নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বা নদীশাসন কার্যক্রম।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, বোর্ড গঠন, ইত্যাদি

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা

৪। (১) Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No XXXIV of 1985) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

কার্যালয়

৫। কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

পরিচালনা ও প্রশাসন

৬। (১) কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) বোর্ড উহার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

বোর্ড গঠন

৭। নিম্ন-বর্ণিত ১৫ (পনেরো) সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সচিব, সেতু বিভাগ, যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়;

(ঘ) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ;

(ঙ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(চ) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ;

(ছ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;

(জ) সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়;

(ঝ) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ;

(ঞ) সচিব, অর্থ বিভাগ;

(ট) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ;

(ঠ) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;

(ড) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;

(ঢ) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়; এবং

(ণ) নির্বাহী পরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

বোর্ডের সভা, ইত্যাদি

৮।(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে এবং তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক আহূত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৬) সদস্য পদের কোন শূন্যতা অথবা বোর্ড গঠনে কোন ত্রুটির কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা সিদ্ধান্ত অবৈধ হইবে না অথবা কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি, কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ইত্যাদি

কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও

৯। কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) সেতু, টানেল, ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে ও রিংরোড নির্মাণের জন্য জরিপ ও সমীক্ষা পরিচালনা এবং কারিগরি গবেষণা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(খ) সরকারের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনা নির্মাণের উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (Public Private Pertnership) প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ এবং সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে উহার বাস্তবায়ন;

(ঘ) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন স্থাপনার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঙ) কোন সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোনা স্থাপনার উপরে অথবা নিম্নে, অথবা উহার যে কোন অংশে, অথবা কোন সংরক্ষিত এলাকায় অথবা উহার কোন অংশে, অনুরূপ কোন স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ, নিরাপত্তা এবং ভূমি ব্যবহার পরিচালনার জন্য ক্ষতিকর অথবা ক্ষতি হইতে পারে, এইরূপ যে কোন যানবাহন, মানুষ, পশু, অথবা মালামাল চলাচল, অথবা যে কোন প্রকার কাজকর্ম অথবা নির্মাণ, স্থাপন, মেরামত অথবা খনন কার্যসহ যে কোন প্রকার কার্য নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা অথবা নিষিদ্ধকরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) কোন সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনায় যানবাহন চলাচল এবং যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও নিরাপত্তার জন্য এবং কর্তৃপক্ষের আওতাধীন যে কোন স্থাপনার উপর বা ভিতরে বা নিকটে বাধা সৃষ্টি, অনুপ্রবেশ এবং অসুবিধা প্রতিরোধ ও অপসারণের জন্য বিধান প্রণয়ন এবং উহার প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ;

(ছ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনস্বার্থে উহার যে কোন স্থাপনা অথবা কোন সংরক্ষিত এলাকায় চুক্তির মাধ্যমে যে কোন সরকারি সংস্থা অথবা অন্য কোন সংস্থা অথবা ব্যক্তিকে অনুরূপ স্থাপনা ও সুবিধাদি স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিবার অনুমতি প্রদান;

(জ) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন যে কোন স্থাপনায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সংলগ্ন সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোল আদায় কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানি, টয়লেট সুবিধা নিশ্চিতকরণসহ অবাঞ্ছিত হকার ও ভিক্ষুকমুক্ত রাখা;